নাম সতত্ত্ব জ্ঞান। ৩।৫।৪ শ্লোকে শ্রীবিদুর মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে অজ এবং অনজ দেবগণকৃত শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি দ্বারাই শ্রীমৈত্রেয়ঋষি শ্রীবিদুরকৃত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই সকল দেবগণ মহদাদি তত্ত্বাভিমানী দেবতা। ইঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অংশ বলিয়া অজ; কাললিঙ্গ—বিকৃতি, মায়ালিঙ্গ—বিক্ষেপ, অংশলিঙ্গ—চেতনা—এই তিনটি আছে বলিয়া অজানজ দেবনামে খ্যাত। হে দেব! তোমার কথাসুধা পান করিতে করিতে বর্দ্ধিষ্ণু ভক্তির প্রভাবে যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করে, তাহারা বিষয়-বৈরাগ্য-পুষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া যেমন সুখে বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করে, তেমনি অপরে আত্মসামাধিযোগবলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ পন্থা অবলম্বন করিয়া বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া ধীরগণ পরম-পুরুষ তোমাকেই পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ মায়াবৃত্তি নিবৃত্তির পর স্বরূপানন্দ অনুভবে নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের সেই জ্ঞান ও যোগ-সাধনে বহু পরিশ্রমে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গে তোমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রসঙ্গে অনায়াসেই সেই মুক্তিটি হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৩ ॥

আকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকমিতি টীকাচ। বিশদাশয়া প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ সেবৈক-পুরুষার্থাঃ। অপরে মোক্ষমাত্রকামাঃ। তন্মাত্র পুরুষার্থেঽপি তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ। যে তু সেবৈকপুরুষার্থা স্তেষাং সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতা-মানুসঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥ অজানজদেবাঃ শ্রীমহৎস্রষ্টৃপুরুষম্।

"অকুণ্ঠধিষ্ণ্য"—বৈকুণ্ঠলোক। স্বামীকৃতটীকা—বিশদাশয়ঃ—মোক্ষপর্য্যন্ত কামনাত্যাগী, অর্থাৎ সেবৈকপুরুষার্থী। অপরে কেবলমাত্র মোক্ষকামী। যাহারা কেবলমাত্র মোক্ষপুরুষার্থী তাহাদেরও মুক্তিলাভে পরিশ্রম আছে। কিন্তু কেলমাত্র ভগবৎসেবামাত্র পুরুষার্থী তাহাদের কোনই পরিশ্রম নাই। সর্ব্বদাই শ্রীভগবৎসেবা-পরমানন্দানুভবকারিগণের আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষও হইয়া যায়। অজানজ দেবগণ শ্রীমহত্তত্ত্বসৃষ্টিকর্ত্তা মহাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুকে এই স্তবটি করিয়াছিলেন। ৩।৫। ৬৫—৩৬ শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

অতএব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে—

সৎ সেবনীয়ো বত পুরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনযস্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎকথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব শ্রেয়ঃ ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব শ্রীমৈত্রেয় ঋষিও ভগবদ্ভক্তিরই প্রশংসা করিতেছেন। শ্রোতা শ্রীবিদুরকে প্রশংসা করতঃ বলিতেছেন—বত—আশ্চর্য্যে। এই পুরুবংশটি